

FQH = 20

1

মোজার উপর মাসেহ



মোজার উপর মাসেহ করা কুরআন, হাদীস ও ইজমা' কর্তৃক প্রমাণিত। মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বিদ্যমান। প্রায় সত্তর জন সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম; মোজা মাসেহ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, মুগীরা ইবনে শো'বা প্রমুখ সাহাবীরা রেওয়ায়াত করেছেন,

مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২০২

মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত সমূহ

১. মাসেহ রিলেটেড শর্ত

২. মোজা রিলেটেড শর্ত

ক. মাসেহ রিলেটেড শর্ত

যতক্ষণ পর্যন্ত নিম্নোল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ।

❑ সম্পূর্ণ পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। তবে পা ধোয়ার পর অযুর পূর্ণ হওয়ার আগেই মোজা পরিধান করলে, সেই মোজাতে মাসেহ জায়েয হবে; যদি পা ধোয়ার পর; অযু ভঙ্গের কোন কারণ প্রকাশ না পাওয়ার আগেই অযু পূর্ণ করে নেয়।

❑ ছোট অপবিত্রতার [হদস] জন্য মোজা উপর মাসেহ করবে; বড় অপবিত্রতার জন্যে নয়। অতএব, গোসল ফরয হলে মোজার উপর মাসেহ করা যাবে না। বরং মোজাদ্বয় খুলে পদযুগল ধুয়ে নিতে হবে। সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে রওয়ানা করলে তিনি আমাদেরকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মলমূত্র ত্যাগ ও ঘুমের কারণে মোজা না খুলতে আদেশ করতেন এবং মোজার উপর মাসেহ করতে বলতেন। তবে জুনুবি হলে মোজা খুলতে বলতেন।” তিরমিযী, হাদীস নং-৯৬

❑ শুধু শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাসেহ করা।

মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা

মুসাফিরের (যিনি ৭৮ বা ততোধিক কিলোমিটার পথ ভ্রমণের নিয়্যাত করে; ঘর থেকে বের হয়েছেন) জন্য তিনদিন; তিনরাত এবং মুক্কীমের জন্য একদিন একরাত।

‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

“রাসূলুল্লাহ সা. মোজা মাসেহ’র সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুক্কীম বা গৃহবাসীর জন্য একদিন একরাত নির্ধারণ করেছেন।” মুসলিম, হাদীস নং- ২৭৬

বি.দ্র-

নির্ধারিত সময় শুরু হবে যখন থেকে অজু ভেঙে যায় (হাদাস হয়), সুতরাং যখন থেকে মোজা পরা হয়, তখন থেকে নয়। অতএব তখন থেকে মুক্কীমের জন্য একদিন এবং একরাত (২৪ ঘন্টা) এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত (৭২ ঘন্টা)।

খ. মোজা রিলেটেড শর্ত

ক) মোজা এমন মোটা ও পুরু হওয়া যে, জুতা ছাড়া শুধু মোজা পায়ে দিয়ে তিন মাইল পর্যন্ত হাঁটা যায়। এতে মোজা ফেটে যায় না এবং নষ্টও হয় না।

খ) পায়ের সাথে কোনো জিনিস দ্বারা বাঁধা ছাড়াই তা লেগে থাকে এবং তা পরিধান করে হাঁটা যায়।

গ) মোজা এমন মোটা যে, তা পানি চোষে না এবং তা ভেদ করে পানি পা পর্যন্ত পৌঁছায় না।

ঘ) তা পরিধান করার পর মোজার উপর থেকে ভিতরের অংশ দেখা যায় না। সচরাচর ব্যবহৃত সুতা বা পশমের মোজায় যেহেতু এসব শর্ত পাওয়া যায় না তাই এর উপর মাসেহ জায়েয হবে না।

জামে তিরমিযী ১/১৫; বাদায়েউস সানায়ে ১/৮৩; আলবাহরুর রায়েক ১/১৮২; আদুররুল মুখতার ১/২৬৯
(সূত্রঃ মাসিক আল কাউসার)

মাসেহের ফরজ

মাসেহের ফরজ সীমারেখা: হাতের ছোট তিন আঙুলের সমান পায়ের ওপরের অংশ মাসেহ করা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ.

“যদি দ্বীন ইসলাম মানব বুদ্ধিপ্রসূত হতো তাহলে মোজার উপরিভাগের চাইতে নিম্নভাগই মাসেহের জন্য উত্তম বিবেচিত হতো। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখেছি।”
আবু দাউদ, হাদীস নং-১৬২

মাসেহের সুন্নাত: পায়ের আঙুলের মাথা থেকে হাতের আঙুলগুলো প্রশস্ত করে টাখনু পর্যন্ত মাসেহ করবে। মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: ১/১৮৫, কিতাবুল আসার : ১/৭২

মাসেহ ভঙ্গকারী বিষয়

- ☐ যেসব কারণে অজু ভেঙ্গে যায় সেসব কারণে মাসেহও ভেঙ্গে যায়।
- ☐ মোজা খোলার কারণে মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়।
- ☐ মোজা যদি পায়ের টাখনুসহ বেশির ভাগ অংশ বের হয়ে যায়, তখনও মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়।
- ☐ নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার মাধ্যমে মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়।
- ☐ উভয় মোজার কোনো একটিতে বেশির ভাগ অংশে পানি পৌঁছে গেলে মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

হাত-মোজা, টুপি, পাগড়ী-হিজাবের উপর মাসেহ করার বিধান

ফিকহে হানাফী সহ জমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) উলামাদের মতে; মাথার ওপর মাসেহ না করে পাগড়ি, টুপি কিংবা হিজাবের ওপর মাসেহ করা জায়েজ নেই। অনুরূপ হাত মোজার ওপরও মাসেহ করা জায়েজ নেই।

ক. মুগীরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাবী বাকর বলেন, আমি মুগীরা (রাঃ) এর পুত্র থেকে শুনেছি যে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

“রাসুলুল্লাহ সা. একদা অযু করলেন। অতঃপর মাথার সম্মুখ ভাগ এবং উভয় মোজার ওপর মাসেহ করলেন।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৫২৯

খ. আবু উবাইদা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ‘আম্মার ইবনু ইয়াসার (রহ:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) কে মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন,

فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. [قَالَ]: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمْسَسَ الشَّعْرَ الْمَاءَ

“হে ভাজি! এটা সুন্নাত। আমি আবার তাঁকে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, (মাথার) চুলে পানি স্পর্শ করাও।” তিরমীযী, হাদীস নং-১০২

ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করার বিধান



ক্ষতস্থানে পট্টির উপর মাসেহ করাও বৈধ আছে। তবে মোজার উপর মাসেহ করা এবং পট্টির উপর মাসেহ করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে;

মোজা	পট্টি/ব্যাভেজ
মোজার উপর মাসেহ করা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ।	পট্টির ক্ষেত্রে এমন কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই।
শুধুমাত্র পায়ের মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ।	শরীরের যে কোনো স্থানের পট্টির উপর মাসেহ করা যাবে
মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পূর্ণ পবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করা।	কিন্তু পট্টির ক্ষেত্রে এমন কোনো শর্ত নেই।
ছোট নাপাকি থেকে পবিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে শুধু মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ।	আর পট্টির উপর মাসেহ করা সকল প্রকার নাপাকির ক্ষেত্রেই বৈধ।

মোজার উপর মাসেহ করার পদ্ধতি

প্রথমে উভয় হাত পানি দ্বারা ভিজাবো। অতঃপর মোজার উপরের অংশের সামনের দিক দিয়ে ভিজা হাত টেনে নিয়ে গোড়ালীতে এনে শেষ করবো। আর মোজার নিচের দিকে মাসেহ করবে না। উভয় হাত দিয়েই মাসেহ করবো। ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের মোজার উপর মাসেহ করবো। আর বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের মোজার উপর মাসেহ করবো। তবে এক হাত দিয়ে উভয় পায়ের উভয় মোজার উপর মাসেহ করাও জায়েয আছে।
ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া; ‘আল-মুলাখখাস আল-ফিকহি ১/৪৩

[https://www.youtube.com/watch?v=iQwXslClw6c&ab_channel=AhnafMedia
Services](https://www.youtube.com/watch?v=iQwXslClw6c&ab_channel=AhnafMediaServices)